নাট্যকার তারাশঙ্কর

পরিমল ঘোষ

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙলা কথা-সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন যশস্বী শিল্পী। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর রচনারাজি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থান লাভ করেছে। তাঁর সহিত্যে বাঙলাদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় নিহিত রয়েছে। সমকালীন নানা সমস্যা ও তার কালাতিত্রমী সেখানে ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

গল্প-উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রকাশ পেলেও নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভার অন্য দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কিশোরকাল থেকেই তিনি বাঙলা নাটকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এ সময় (১৯০৫) বীরভূমের লাভপুর 'বন্দে মাতরম' থিয়েটার স্থাপিত হয় নাট্যরসিক নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। এখানে বেশ ক'টি নাটকের অভিনয় করেও তিনি বেশ আনন্দলাভ করেন। আত্যন্তিক প্রেরণায় তিনি পাণিপথের যুদ্ধ অবলম্বন করে 'মারাঠা তর্পণ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি স্বগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। তারাশঙ্কর মনে মনে রঙীন স্বপ্ন এঁকেছিলেনঃ "অনেক স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম। রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকার।" এরপর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এ নাটকের পান্ডুলিপি আর্ট থিয়েটার-এর অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অভিনয় করানোর ইচ্ছা নিয়ে দেখান। অপরেশবাবু সে নাটক না পড়েই ফেরত পাঠান। এতে তারাশঙ্কর বিশেষ মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের পথ থেকে।" এরপর দীর্ঘকাল (১৯৪০ পর্যন্ত) তিনি আর কোন নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেননি।

তারাশঙ্কর নাট্যরচনা থেকে দূরে থাকলেও নাটকের জন্য আকর্ষণবোধ ফল্গুধারার মতো তাঁর অর্ন্তদেশ প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখন নাট্য নিকেতন-এর স্বত্বাধিকারী প্রবোধকুমার গুহ তারাশঙ্করকে এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং তিনি সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। এ নাটকটি দর্শকগণ কর্তৃক সমাদৃত হলে তিনি একের পর এক নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা হলো দশ এবং একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা দুই। এছাড়াও তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জন্য তিনটি ছোট নাটক ('উমানন্দের মন্দির', 'ডাইনির মাথা' ও 'অভিশপ্ত') রচনা করেন। এগুলি আকাশবাণীতে প্রচারিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তিনি শিশিরকুমারের জীবনী অবলম্বনেও একটি নাটক লিখেছেন, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি।

তারাশঙ্করের নাটকগুলিকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত নাটক — 'কালিন্দী' (১৯৪১), 'কবি' (১৯৫৭), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৬৭) প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, গল্প থেকে রূপান্তরিত নাটক — 'দুই পুষ' (১৯৪২), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩), 'চকমকি' (১৯৪৫), 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৬০), 'সংঘাত' (১৯৬২) প্রভৃতি। তৃতীয়ত, মৌলিক নাটক — 'পথের ডাক' (১৯৪২), 'বিংশ শতাব্দী' (১৯৪৪), 'যুগবিপ্লব' (১৯৫১), 'কালরাত্রি' (১৯৫৭) প্রভৃতি।

তারাশঙ্কর প্রধানত ঔপন্যাসিক। উপন্যাস-রচনায় পরম সাফল্য তিনি লাভ করেছেন। কিন্তু সেইখানে নাট্যরচনার কিছু ত্রুটিও নিহিত ছিল। ঔপন্যাসিক প্রতিভার সঙ্গে নাট্যপ্রতিভার কিছু স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে। উপন্যাসের বিবৃতিধর্মিতা কাহিনী ও চরিত্রগঠনে সহায়তা দান করে, প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক নিজেই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু নাট্যকার সে সুযোগ পান না। নাটকে সংলাপই প্রাণ। দ্বন্দ্ব ও গতি কাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। নাট্যকারকে নেপথ্যে থেকে কাহিনীগঠনে ও চরিত্রায়ণে যত্নবান হতে হয়। ঔপন্যাসিক বা গল্পকার তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের রূপান্তরিত নাটকবিষয়ে আলোচনার আগে একথাগুলি তাই মনে রাখা প্রয়োজন।

তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত নাটকগুলির মধ্যে প্রথম আলোচ্য 'কালিন্দী'। এ নাটকে উপন্যাসের মূল কাহিনীকে গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি জমিদার-বংশের বিরোধ ও মিলনকে অবলম্বন করে এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই সঙ্গে সাঁওতালদের জীবনের কিছু ঘটনা ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবনা এখানে স্থান পেয়েছে। সাঁওতাল-কন্যা সারীর মৃত্যু নাটকে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। বিরোধও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে যথেষ্ট গতি সঞ্চার করেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী এ নাটক সম্পর্কে বলেছেনঃ "কালিন্দী সে সময়ের একটি মঞ্চসফলনাটক, যে নাটকের কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্বের স্বাদ আছে।" 'কবি' এই নামের উপন্যাসেরই নাট্যরূপ। এক অন্ত্যজসন্তানের কবি হওয়ার দুরন্ত প্রয়াস এখানে ফুটে উঠেছে। প্রেম-প্রণয়ের বিচিত্র ভাব ও রূপ এখানে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। নাটকে হাসি-কান্নার অবারিত প্রকাশ দর্শককে আপ্লুত করে রাখার ক্ষমতা রাখে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ নাটক সম্পর্কে বলেছেনঃ "নাটকটি আমার কাছে একটি কণ কবিতার মতো উপাদেয়। বার বার উপভোগ করেও আশা মেটে না।" 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে উপন্যাসের কাহিনী কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রদ্যোৎ নাটকে জীবন মহাশয়ের পৌত্র হয়েছে। জীবন মহাশয়ের বংশের রোগ প্রদ্যোতের মধ্যে সঞ্চারিত করে ঘটনাকে সমস্যা সংকুল ও দ্বন্দ্বমুখর করে তোলা হয়েছে। মৃত্যু-ভয় জয়ের আশ্বাস এ নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রচিত্রণে নাটকটি বিশেষ সার্থক হয়েছে। তারাশঙ্করের এই নাটকগুলি বিশেষ মঞ্চসফলতা লাভ করেছিল এবং দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্প অবলম্বনে বেশ কতকগুলি নাটক রচনা করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে এখানে গল্পের ঘটনাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়াতে হয়েছে, নতুন ভাব-ভাবনার সংযোজনও ঘটাতে হয়েছে। 'দুই পুষ' নাটকটি গড়ে উঠেছে 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প অবলম্বনে। প্রাচীনপন্থী জমিদার পিতা ও আধুনিক ভাবধারার পোষক পুত্রের বিরোধ এ নাটকে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। নাটকটি একদা বিশেষ জনসমাদর লাভ করেছিল। 'দ্বীপান্তর' নাটকটি 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের অনুসরণে রচিত হয়েছে। এ নাটকে জেল-পলাতক নরহত্যাকারী এক লাঠিয়াল কালীচরণের পারিবারিক জীবন-যন্ত্রণার কথা বিবৃত হয়েছে। 'চকমকি' নাটকটি রচিত হয়েছে 'বিধ পাথর' গল্প অনুসরণে। এটি প্রহসনধর্মী রচনা। এক বিপত্নীক বৃদ্ধের অর্থলোলুপতা ও পুনর্বিবাহের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা ও

অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই কৌতুকের সঙ্গে এখানে পরিবেশিত হয়েছে। ‘সংঘাত’ নাটকটি ‘পিতাপুত্র’ গল্প অনুপ্রাণিত। প্রাচীনপন্থী পিতা ও সংস্কারমুক্ত পুত্রের মধ্যে বিরোধকে অবলম্বন করে এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং পরিণামে সংস্কারমুক্ত উদার মানবিকতার জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ একাঙ্ক নাটকটি ঐ নামের গল্পের অনুসরণে রচিত। গৃহ দেবতার বিগ্রহ রক্ষার জন্য বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনীর অপরিসীম আত্মত্যাগ এ নাটকে অবলম্বিত হয়েছে। তারাশঙ্করের এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে ‘দুই পুষ’ ছাড়া অন্যগুলি তেমন দর্শক-আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি।

তারাশঙ্কর কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা করেছেন। ‘পথের ডাক’ নাটকটিতে নতুনত্ব কিছু নেই, ‘ধাত্রীদেবতা’র একটা ছায়া এখানে লক্ষ্য করা যায়। আদর্শবাদী তণ নিখিলেশের সমাজসেবামূলক কাজকর্ম ও জমিদারের বিদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভে নেতৃত্বদান অবলম্বনে ঘটনাবৃত্ত রচিত। ‘বিংশ শতাব্দী’-তে জনৈক বিজ্ঞানসাধকের সাধনা, সমস্যা ও পরিণাম রূপায়িত হয়েছে। ‘যুগবিপ্লব’ নাটকে মারাঠা-শক্তির সংগ্রাম ও বীরত্বপূর্ণ পরাজয় দেখানো হয়েছে। ‘কালরাত্রি’ একাঙ্ক নাটক। এ নাটকে অলৌকিকতার প্রতি নায়কের অগাধ ব্বাস ও প্রেমাতুরা এক নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও গভীরতর কোন ভাব বৈশিষ্ট্য ও রীতি প্রকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সবশেষে বলতে হয়, তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’, ‘কবি’ ও ‘আরোগ্য নিকেতন’ এই তিনটি নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছে। তাঁর নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে আছে। সংলাপ-সৃজনে তাঁর পারদর্শিতার প্রকাশ ঘটেছে, তবে কোথাও কোথাও সংলাপের আধিক্য নাটকের গতি মন্থর করে তুলেছে। নাটকগুলিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। তাঁর নাটকগুলি সাহিত্যগুণসম্পন্ন বলে তার পাঠযোগ্যতাও স্বীকার করতে হয়। কখনো কখনো উচ্চ ও মহনীয় ভাবের প্রকাশ বিশিষ্টতা মন্ডিত হয়েছে, কিন্তু সব নাটক সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না। ট্রাডিশন্যাল থিয়েটারে তাঁর নাটকগুলি এক সময় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল এবং দর্শকচিকে বিশেষ ভাবে তৃপ্ত করেছিল। বাঙলা নাট্য জগতে তাঁর অবদান তাই অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home